গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০০.০০০০.০৩৮.১৪.০৩০.২০১৭/৯০

তারিখ ঃ ০৪/০৫/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয় ঃ "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে গত ১১/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

০৪/০৫/২০১৭

(সীমা রানী ধর)
সহকারী প্রধান
ফোন ঃ ৯৫১৪৪৬৫।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)ঃ

১। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব নাসিরউদ্দিন আহমেদ, সদস্য, শুল্ক ও রপ্তানী বন্ড)।
২। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর)।
৩। বিভাগ প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ যুগ্ম-প্রধান, রেল পরিবহন উইং)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড,বনানী, ঢাকা।
৬। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম।
৮। মহাপরিচালক, মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৯। প্রধান নির্বাহী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
১০। যুগ্ম-সচিব (চবক) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। যুগ্ম-প্রধান, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। উপ-প্রধান, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। জনাব এম এ মতিন,অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৪। জনাব মোঃ আতাউর রহমান, অধ্যাপক ,বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৫। ডঃ মোস্তফা আলী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৬। ডঃ হাসান জুবায়ের, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৭। চীফ অফ প্লানিং, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রোগ্রামার, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে দেয়ার অনুরোধসহ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব অশোক মাধব রায় সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	ঃ	১১/০৪/২০১৭
সময়	ঃ	বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-"ক"তে সন্নিবেশিত হলো।

২.০ **উপস্থাপনা ঃ** সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা) কে আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জানান যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১৯১৩.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করেছে। তিনি আরও জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে এখনও পর্যন্ত লিকুইডিটি সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি। তবে জরুরি বিবেচনায় প্রকল্পটি আজকের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে লিকুইডিটি সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর তা ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হবে।

৩.০ **আলোচনা ঃ** চেয়ারম্যান, চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান যে, চট্রগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর এবং বর্হিবাণিজ্যের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে চট্রগ্রাম বন্দরের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট আমদানি - রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৮০ ভাগ এ বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করা হয়। বর্হিবিশ্বের সাথে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় চট্রগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তিনি আরো জানান যে, ২০২১ সালের মধ্যে চবকের বে টার্মিনাল এবং লালদিয়া টার্মিনাল এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে বিধায় চবকের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ প্রদান করতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যাবে সেজন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে উক্ত টার্মিনালের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে এবং কাজটি যাতে আর্ন্তজাতিক কোম্পানী কর্তৃক করা হয় সেটি নিশ্চিত করা হবে।

৩.১ পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি প্রস্তাবিত পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালটি বিমান বন্দরের পাশে নির্মাণ করা হবে বিধায় এ বিষয়ে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের মতামত নেয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে চবক প্রতিনিধি মতামত নেয়া হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। সভায় বুয়েট প্রতিনিধি প্রকল্পটির উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদান করেন। প্রকল্পটির জন্য সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি বলেন, সমীক্ষাটি শুধুমাত্র ট্রাফিক এর উপর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পায়রা ও মংলা বন্দরের সাথে তুলনামূলক স্টাডির ভিত্তিতে চবকের প্রবৃদ্ধি কি

রকম হতে পারে তা জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, চবক জানান বর্তমানে চবক ২.৫ মিলিয়ন কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করছে ২০৩৫ সালে যা ১২ মিলিয়ন এ উত্তীর্ণ হবে যার ৬ মিলিয়ন চবক ও ৬ মিলিয়ন পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ হ্যান্ডেল করবে। এতে মংলা ও পায়রা বন্দরের তুলনায় চবকের প্রবৃদ্ধি কমবে না। চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপনের ফলে চট্রগ্রাম শহরে যানজট বাড়বে কি না এ বিষয়ে জানতে চান। জবাবে বুয়েট প্রতিনিধি জানান, পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালে আগমন ও নির্গমন রাস্তায় একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে এবং অধিকাংশ কন্টেইনার রেলওয়ের মাধ্যমে পরিবহন করা হবে ফলশ্রুতিতে যানজট হবেনা।

৩.২ সভায় প্রকল্পটির পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি বলেন, প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত পূর্ত কাজ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পাদন করা যেতে পারে। এতে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানসমূহ দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে মর্মে তিনি মত প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, চবক বলেন, চবকের বে টার্মিনাল এবং লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণের পূর্বেই ২০১৯ সালের মধ্যে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করতে হবে। এছাড়াও কিছুদিন পরেই ভারত ও ভূটানের সাথে বাংলাদেশের পণ্য পরিবহণ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হবে। ফলে উক্ত দেশসমূহের মালামাল পরিবহনের জন্যও প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এসব বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত পূর্ত কাজ অভিজ্ঞ কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী/নৌ-বাহিনী কর্তৃক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্নের প্রস্তাব করে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত পূর্ত কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্নসহ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণের বিষয়ে সভা একমত হয়।

৩.৩ অতঃপর সভায় পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি তার মতামত তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, প্রস্তাবিত ডিপিপিতে ১ কিঃ মিঃ রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃ নির্মাণ বাবদ ৩১৩৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে যা অত্যাধিক বলে মনে হয়। রেড ক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃ নির্মাণ বাবদ ১১৪০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এর আওতায় কি কাজ সম্পদন করা হবে সে বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়নি যা করা প্রয়োজন। ভূমি উন্নয়ন, মসজিদ নির্মাণ খাতগুলোর আওতায় সম্পাদিতব্য কাজগুলোর বিস্তারিত Break down ডিপিপিতে থাকা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান যে Fire fighting খাতে ডিপিপিতে ০৩ ভাগে অর্থ বরাদ্দ দেখানো হয়েছে যা একসাথে করা প্রয়োজন। এছাড়া রেলওয়ে লোকমটিভ ক্রয়, রেলওয়ে ট্রাক নির্মাণ এর ব্যয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণসহ রেলওয়ে ট্রাক নির্মাণের ব্যয় সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষের লিখিত মতামত নেয়া প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় ১ কিঃ মিঃ রাস্তার স্থানান্তর ও পুনঃ নির্মাণ ব্যয় বিষয়ে চবক প্রতিনিধি জানান যে, প্রস্তাবিত রাস্তায় ১০০ টন পণ্য পরিবহনকারী গাড়ী চলাচল করবে বিধায় সেটি অত্যন্ত উন্নতমানের হবে। এছাড়াও প্রস্তাবিত রাস্তাটি ০৬ লেনের হবে বিধায় প্রস্তাবিত ব্যয় যৌক্তিক রয়েছে। সভায় পরিকল্পনা কমিশনের উপস্থাপিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রস্তাবিত প্রতিটি ব্যয় খাতের বিস্তারিত Break down ডিপিপিতে অর্ন্তভুক্তকরণসহ উপর্যুক্ত সকল বিষয়ে সভা একমত হয়।

৩.৪ পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি সভায় আরো জানান যে, ডিপিপিতে পরামর্শক ব্যয় ১০০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এর আওতায় কি পরামর্শ সেবা গ্রহণ করা হবে তা উল্লেখসহ পরামর্শকের বিস্তারিত কার্যপরিধি (TOR) ডিপিপিতে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, প্রকল্পের আওতায় ০৪টি গাড়ি

(১টি পিক আপ, ২টি জিপ ও ১টি মাইক্রোবাস) ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত যানবাহন ক্রয়ের যৌক্তিকতা এবং এ বাবদ ব্যয় অর্থ বিভাগের নির্ধারিত মূল্যে ডিপিপিতে উল্লেখ করার প্রস্তাব করেন। সভায় ১টি জীপ এবং ৩টি মটর সাইকেল অর্থ বিভাগের নির্ধারিত মূল্যে প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি বলেন, প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত পণ্য, কার্য ও সেবাসহ সকল ক্রয়ের সকল ক্ষেত্রে সিভি ভ্যাট, ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ সরকার নির্ধারিত মূল্য ডিপিপিতে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। সভা এ বিষয়ে একমত হয়।

৩.৬। যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, প্রকল্পের জনবল খাতে ০১ জন প্রকল্প পরিচালক প্রেষণ/সরাসরি/আউটসোসিং এ ০৩ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে এবং ০২ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ০১ জন হিসাব রক্ষক, ০২ জন অফিস সহকারী , ড্রাইভার ও অফিস সহায়কসহ ১১ জন কর্মচারী সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ডিপিপিতে প্রস্তাবিত জনবল নিয়োগের জন্য অর্থবিভাগের জনবল নিয়োগ কমিটির সুপারিশ গ্রহণের প্রয়োজন হবে। সভায় প্রেষণ/সরাসরি/আউটসোসিং এর পরিবর্তে চবক হতে একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব ও ৩ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৪.০। **সিদ্ধান্ত/সুপারিশঃ** বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নবর্ণিত শর্তে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়ঃ

৪.১। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত পূর্ত কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হবে।

৪.২। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিতব্য প্রস্তাবিত ডিপিপিতে ১কিঃ মিঃ রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃ নির্মাণ বাবদ নির্ধারিত ব্যয়ের Break-down সহ উক্ত ব্যয় নির্ধারণের যৌক্তিকতা ডিপিপিতে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৪.৩। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির অনুকূলে অর্থ বিভাগের লিক্যুইডিটি সার্টিফিকেট ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৪। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার তারিখগুলো পরিবর্তন করতে হবে। ডিপিপিতে যে সকল ভূলভ্রান্তি রয়েছে যা পরিকল্পনা উইং এর সাথে আলোচনা করে সংশোধন করতে হবে।

৪.৫। রেড ক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃ নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, মসজিদ নির্মাণ খাতগুলোর আওতায় সম্পাদিতব্য কাজগুলোসহ প্রস্তাবিত প্রতিটি ব্যয় খাতের বিস্তারিত Break down ডিপিপিতে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৪.৬। পরামর্শক খাতের আওতায় কি পরামর্শ সেবা গ্রহণ করা হবে তা উল্লেখসহ পরামর্শকের বিস্তারিত কার্যপরিধি (TOR) ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৭। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত পণ্য, কার্য ও সেবাসহ সকল ক্রয়ের সকল ক্ষেত্রে সিভি ভ্যাট, ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ সরকার নির্ধারিত মূল্য ডিপিপিতে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৪.৮। ডিপিপিতে Fire fighting খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ একসাথে দেখাতে হবে।

৪.৯। রেলওয়ে লোকমটিভ ক্রয়, রেলওয়ে ট্রাক নির্মাণ এর ব্যয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণসহ রেলওয়ে ট্রাক নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষের লিখিত মতামত ডিপিপিতে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৪.১০। প্রকল্পের প্রেষণে/সরাসরি/আউটসোসিং এ লোকবলের সংস্থানের পরিবর্তে চবকের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং ৩ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

৪.১১। প্রকল্পে ১টি জীপ ও ৩টি মটর সাইকেল এর সংস্থানসহ অর্থ বিভাগের সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী অর্থ সংস্থানের বরাদ্দ রাখতে হবে।

৪.১২। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হবে।

৪.১৩। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপিটি পুর্নবিন্যাসপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

৪.১৪। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৫.০। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/৪/২০১৭

(অশোক মাধব রায়)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।